The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

[The Beginning & Development of Muslim Medical Science]

Gulshan Akter
PhD Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 26 February 2025
Received in revised: 26 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Muslims, Medical Science, Medical, Doctors, beginnings, evolution.

ABSTRACT

The Medical Science is the science of dealing with the maintenance of health and the prevention and treatment of disease. Basically its relating to illness and injuries and to their treatment or prevention.The practice of medicine in Muslim nations dates to the millennia before the advent of the religion of Islam. Although Muslim Medical Science has Greek and Roman roots. Nevertheless its began in the 7^{th} century (CE) but it also employs modern medical methods to enhance overall healing. The advances and innovations in medical science and healthcare systems that were achieved during the early and medieval Islamic ages have significantly contributed to the evolution of global medicine, and to the creation of several procedures and practice which are still widely performed today. Hence, the value of comprehendingthe pivotel role Medical Science played (and indeed steel plays) in the progression of medical practice across the globe connot be overstated. In this Article has been highlights that Definition to Medical Science, *Tibb al-Nawabi* and Origin & Development of Muslim Medical Science.

১. ভূমিকা

চিকিৎসা মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মত মানব জীবনে চিকিৎসার প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রতিটি অসুস্থ মানুষ রোগাক্রান্ত জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চায়, সুস্থ সবল কর্মমুখর জীবনে ফিরে যেতে চায়। আনন্দমুখর এ স্বপ্নীল পৃথিবীতে আপনজনদের মায়া-মমতার আবেষ্টনীতে তখনই মানুষ সুখী জীবন যাপন করে যখন সে সুস্থ থাকে। তাই ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় মানুষ যুগে যুগে চিকিৎসা পদ্ধতি অন্বেষণ করেছে। কর্মমুখী ও গতিশীল জীবনধারার জন্য আনন্দময় পৃথিবীর সুখ–শান্তি উপভোগের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এক অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূতিকাগার মনে করা হলেও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনায় মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থার আবিষ্কার, রোগীসেবার নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন, হাসপাতাল এবং ফার্মেসি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অপরিসীম অবদান রয়েছে। তাই বলা যায় মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে, আর তা বিভিন্ন মুসলিম বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে ক্রমবিকাশিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বিষয়ের ওপর বাংলা ভাষায় তেমন কোনো গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয় না, তাই অত্র প্রবন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তিব্বুন নববীর পরিচয় এবং মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পর্যালোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

সুস্থতা মনুষ্য জাতির রিযিকের প্রথম স্তর। একজন মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সঠিক ও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা। তাই মানব সভ্যতায় চিকিৎসার গুরুত্ব অপরিসীম। আদিমযুগে মানবজাতি বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতিতে রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন হলে তারা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ঝাড়-ফুঁক ও ভেষজ উদ্ভিদকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করত। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর রাসূলুল্লাহ সা. জাহেলী যুগের সকল চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়ন সাধন করেন। কালক্রমে মুসলিম বিজ্ঞানীগণের হাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটে। সর্বপ্রথম মুসলিম চিকিৎসকগণের হাতেই মানুষের পৃথক পৃথক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক চিকিৎসাব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। তারাই আবিষ্কার করেছে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। যা বর্তমানের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল

প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের সূচনালগ্ন পরবর্তী এক-দুই শতাব্দীর মধ্যেই চিকিৎসাবিদ্যা স্বর্ণযুগে উন্নীত হয়েছিল মুসলিম চিকিৎসকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। কিন্তু একটা সময় পর ইউরোপীয় শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং তারা মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল মৌলিক তথ্যাবলী ও সারনির্যাসকে ব্যবহার করে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সকল মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নাম ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল তথ্যাবলী ও সরঞ্জামাদির বিকৃতি সাধন করে পরিবর্তন করে ফেলে। যার কারণে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের খ্যাতি-যশ ও গৌরবান্বিত অধ্যায় মাটিচাপা পড়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অদ্যাবধি আমরা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ আদি চিকিৎসাব্যবস্থার প্রবর্তক বলে মনে করে থাকি। ফলে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণের অতুলনীয় অবদানকে আমরা ভুলতে বসেছি। এ উপমহাদেশের বাঙালী জনগোষ্ঠীর অনেকাংশ এ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই এ সকল দিক বিবেচনায় মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিকট মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত তুলে ধরাই (যেন সমগ্র বিশ্ব অবহিত হতে পারে যে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণই আমাদের বক্ষমাণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রবর্তক) এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি গুণগত *(Qualititive)* রীতির ও বিশ্লেষণাত্বক *(Analytical)* পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ *(Historical analysis)* রীতিরও প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। তাই প্রাথমিক উৎস হিসেবে হাদীস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থাবলিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা 'শিকাগো পদ্ধতি' এর অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. গবেষণার সমস্যা

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই ধারাবাহিকতায় তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আজ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা আধুনিক চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকি। কিন্তু একটা পর্যায়ে পাশ্চাত্য বিধর্মী চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিজীবিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের সকল সাফল্য ও অবদানকে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের নকলকৃত পাণ্ডিত্য যাহির করতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। তাই মুসলমানদের অমূল্য চিন্তাশক্তির ভাণ্ডার কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের এই চিন্তাশক্তিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। আরব-অনারব ইসলামি পণ্ডিতগণ আরবী ও ইংরেজি ভাষায় মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এমনকি বাংলাভাষী কতিপয় আলিম ও লেখকগণ এ বিষয়ে কিছু গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও সেগুলো গবেষকদের দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে গেছে। উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলোতে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত ও বিভিন্ন পরিভাষা সবিস্তারে (গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মীভাবে) পর্যালোচনার প্রয়োজন যাতে বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলির যথার্থতা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম ও এ উপমহাদেশ তথা বাংলাভাষী সকল জনগণ মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদ্যোপ্রান্ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং সেই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষকগণ যেন উপকৃত হতে পারেন।

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানান ভাষায় বিশেষ করে আরবী, ইংরেজি, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও বাংলায় মুসলিম চিকিৎসা সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সে সকল কতিপয় গ্রন্থে চিকিৎসা সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়াবলীর পাশাপাশি মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও অল্পবিস্তর আলোকপাতা করা হয়েছে। গ্রন্থসমূহ হলো- ইবন সিনা, *আল-কানূন ফিত্-তিব*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.; ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, '*আত্-তিব্বুন নবাবী*', বৈরূত; দারুল ফিক্র, তা.বি.; ইবন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.; ড. আমীন আসাদ খাইরুল্লাহ, '*আত্-তিব্বুল আরাবী*', বৈরূত, ১৯৪৬ খ্রি.; ড. আব্দুল্লাহ আব্দুর রায্যাক মাসমূদ আস্-সামিদ, *নাশআতুত তিব্ব*, বৈরূতঃ দারুল ফিক্র, ১৯৮৫ খ্রি.; William Muir, *The Caliphate,* London: Oxford University Press,1891; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The Legacy of Islam*, London: Oxford University Press, 1931; P.K. Hitti, *History of the Arabs*, London: Macmillan and co., Limited & ST. Martins Street, 1946; A.M.A. Shushtery, *outline of Islamic culture*, Bangalore: The Bengal printing and publishing co. Ltd. 1954; Siddiqi, Muhammad Zubair, *Studies in Arabic and Persian Medical Literarure*, Calcutta: Calcutta University, 1959; E.G Browne, *A Literary History of Persia,*cambridge: cambridge university press ; Prof Rashid Bhikha and MI Dr Ashraf Dockrat, *Medicine of the Prophet*, South Africa:Ibn Sina Institute of Tibb,1st edition, April 2015; হাকিম নায়ার ওয়াসিতী, *তিব্ব আল-আরব*, লাহোরঃ এড্ওয়ার্ড জি. ব্রাউনীর অ্যারাবিয়ান মেডিসিন এর উর্দু অনুবাদ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ; ড. মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলাম ও খেলাফত*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪; কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*,

ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.; *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.; ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.; উদ্ধৃতিঃ ড. মুহাম্মদ সাউদ, *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন*, কলকাতা: মল্লিক ব্রাদাস; মুহম্মদ রেজা-ই-করিম, সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহে মানবীয় চিকিৎসার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও এগুলোতে প্রাসঙ্গিকভাবে শুধু মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণধর্মী কোনো আলোচনা পরিলক্ষিত হয়নি। তাই বলা যায় '*মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ*' শিরোনামে বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি তেমন কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং আলোচ্য প্রবন্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তিব্বুন নববীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, জাহেলী যুগে আরবে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রকৃতি, প্রাক ইসলামি যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপট এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনাকাল ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস যুগভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৬. চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিচয়

চিকিৎসাবিজ্ঞান শব্দটি যৌগিক। এর মধ্যকার 'চিকিৎসা' শব্দটি বাংলা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Medicine, Medical treatment,[১] therapy[২] ইত্যাদি। আরবী প্রতিশব্দ হলো, الطِّبُّ; এর শাব্দিক অর্থ রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা,[৩] রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত গৃহীত ব্যবস্থাদি, ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্রোপচার ইত্যাদি দ্বারা রোগ দূর করার চেষ্টা,[৪] ঔষধ, কামনা, অবস্থা, ইচ্ছা, অভ্যাস,[৫] দৈহিক বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা, নম্রতা, জাদু ইত্যাদি।[৬] চিকিৎসাবিজ্ঞানের সামষ্টিক আরবী প্রতিশব্দ হলো, عِلْمُ الطِّب আর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Medical Science।[৭]

এ প্রসঙ্গে আশ্-শানকীতী (১৩২৫-১৩৯৩ হি./১৯০৫-১৯৭৪ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন,

> **الطب: بطاء مثلثة هو علاج الجسم، والنفس، يقال: طبّه، طبا إذا داواه،[৮] وهو تستعمل مادة طب في اللغة بمعني سحر فيقال: فلان مطبوب: أى مسحور.[৯] هذا على سبيل التفاؤل، فإن العرب تطلق بعض بعض الألفاظ الدالة على السلامة، وتستعملها فيها يضادها من باب ألفال، فسموا اللديخ سليمًا، والمهلكة مفازة، تفاولاً بالسلامة والفوز وهكذا هنا سموا المسحور مطبوبًا.**
>
> "*আত্-তিব্* এর তোয়া (الطاء) বর্ণকে দ্বিত্ব করে পাঠ করা, যা শরীর ও আত্মার চিকিৎসাকে বুঝায়। যেমন বলা হয়, সে তাকে চিকিৎসার মত চিকিৎসা করেছে, যখন তাকে ঔষধ প্রয়োগ করে। তিব্ শব্দের আভিধানিক অর্থ যাদু করা, যেমন- বলা হয় অমুককে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি যাদুগ্রস্ত। আর এটি আশাবাদী যে, আরবেরা নিরাপত্তা বা সুস্থতা অর্থে কিছু শব্দ ব্যবহার করে এবং কোন কোন সময় বিপরীত রোগ অর্থে ব্যবহার করে, তারা (সর্প) দংশিত ব্যক্তিকে নিরাপদ নামকরণ করে। তারা সফলতাকে বা কৃতকার্যতাকে ধ্বংস বা অকৃতকার্যতা অর্থে ব্যবহার করে। আর সাফল্য ও সুস্থতা দ্বারা আশাবাদ পোষণ করা (প্রতিক্রিয়া) বুঝায়। এভাবেই এখানে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দেওয়ার নামকরণ করেছে।"

পরিভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান এমন একটি বিদ্যার নাম, যা দ্বারা মানুষের শরীরের ভালো-মন্দ, স্বাস্থ্য রক্ষা, গোপনীয়তার অবস্থাদি এবং মানুষের অসুস্থতা ও অবনতির কবল থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা করার অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, "চিকিৎসাবিজ্ঞান (عِلْمُ الطِّب) ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যা শিক্ষা করলে কোনো প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতার দিক দিয়ে শারীরিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।"

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে মনীষীগণ বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত কিছু মতামত প্রদান করা হলো-

১. চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক ইবন সীনা (মৃত ৪২৮ হি./১০৩৭ খ্রি.) চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেন,

> **هو علم يعرف منه أحوال بدن الانسان من جهة ما يصح، ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلها.**

"(عِلْمُ الطِّب) বা চিকিৎসাবিজ্ঞান ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যা শিক্ষা করলে কোনো প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের অসুস্থতার কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায় উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।"[১০]

২. আরব চিকিৎসক ইব্‌ন রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি./১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেন,

هو علم يعرف منه أحوال بدن الانسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد.

"চিকিৎসাবিজ্ঞান হলো এমন একটি বিদ্যার নাম, যা দ্বারা মানুষের শরীরের ভালো-মন্দের অবস্থাদি জানা যায়।"[১১]

৩. গ্যালেন (جالينوس) অন্যত্র বলেন,الطِّب حفظ الصحة وإزلة العلة.

"চিকিৎসা (বিজ্ঞান) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে এবং অসুস্থতার দূর করে।"[১২]

৪. *The world book of Encyclopedia* গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Medicine is the science and art of healing. Medicine is a science because it is based on knowledge gained through careful study and experimentation. It is a art because it depends on how skillfully doctors and other medical workers apply this knowledge when dealing with knowledge.

"চিকিৎসাবিজ্ঞান হলো (রোগ) নিরাময়ের কলা এবং বিজ্ঞান। চিকিৎসাবিজ্ঞান হলো একটি বিজ্ঞান কারণ এটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে (রচিত)। এটি একটি কলা/শিল্প কারণ এটি নির্ভর করে জ্ঞানের সাথে কার্যক্রম পরিচালনার সময় ডাক্তার ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীরা কতটা দক্ষতার সাথে এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করে।"[১৩]

৫. *The New Encyclopedia of Britannica* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

Medicine, the science concerned with the maintenance of health and the prevention, alleviation, or cure of disease.

"চিকিৎসাবিজ্ঞান হলো, স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং রোগ প্রতিরোধ, উপশম বা নিরাময় সম্পর্কিত বিজ্ঞান।"[১৪]

তিব্বুন নববী বা *Prophetic Medicine* বলতে রোগ, ঔষধ ও চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা, স্বাস্থ্যের হিফাযত ইত্যাদি সম্পর্কে নবী করিম সা. এর কথা, কাজ ও নির্দেশনাকে বুঝায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল বিধি-বিধান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর অমূল্য উপদেশাবলী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ সা. অসুস্থ হলে চিকিৎসক তার জন্য কী ব্যবস্থাপত্র দিতেন, কোনো সাহাবী অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সা. কী উপদেশ দিতেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে আরোগ্যলাভের জন্য কী করতেন কিংবা রাসূলুল্লাহ্ সা. এর উপস্থিতিতে কোনো চিকিৎসক কোনো সাহাবীকে যে ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সা. আপত্তি করনেনি, এ সবই তিব্বুন নববীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সা. এর আগমন ডাক্তার বা চিকিৎসক হিসেবে ছিল না। তথাপিও বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রোগীরা তাঁর নিকট প্রায়ই আগমন করত এবং তিনি তাদের আরোগ্যে লাভের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের আরোগ্যলাভের জন্য দু'আ করতেন। তাঁর এসব বাণীর ওপর ভিত্তি করে তদানিন্তন আরব সমাজে তিব্বুন নববী নামে একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা বিজ্ঞানের আলোকে উত্তীর্ণ একটি যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকরী ব্যবস্থা। অজ্ঞাত কারণে মুসলমান সমাজে এটা দীর্ঘদিন লুকায়িত ছিল।[১৫]

এ প্রসঙ্গে Prof Rashid Bhikha ও MI Dr Ashraf Dockrat তাঁর '*Medicine of the Prophet*' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

Tibb al-Nabawi includes guidence on physical and mental health that is universally applicable to patients, at any time, and under all circumstances. It covers preventive medicine, curative medicine, mental well being, spiritual cures *(ruqyah)*, and medical treatments. It seeks to integrate body and soul in the quest for optimum health.

"তিব্বুন নববী শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করে যা রোগীদের জন্য সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, যে কোনো সময় এবং সব পরিস্থিতিতে। এটি প্রতিষেধক ঔষুধ, নিরাময়কারী ঔষুধ, মানসিক সুস্থতা, আধ্যাত্মিক নিরাময় (রুকিয়া) এবং মেডিক্যাল সম্বন্ধিত চিকিৎসাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে। এটি সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের সন্ধানে শরীর এবং আত্মাকে একীভূত করতে চায়।"[১৬]

৭. মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

নিম্নে ইসলামপূর্ব যুগ থেকে ইসলাম পরবর্তী সময়কালে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

৭.১ জাহেলী যুগে আরবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রকৃতি

ইসলাম পূর্ব যুগে অন্যায়-অত্যাচার আর পাপাচারের সয়লাবের কারণে সে সময়টাকে *আইয়ামে জাহিলিয়্যাহ্* (أَيَّام جَاهِلِيَّة) তথা মূর্খতার যুগ বলা হতো। তবে সেটা মূর্খতার যুগ হলেও জাগতিক বিভিন্ন ব্যাপারে তারা (তৎকালীন আরবের অধিবাসী) মোটেই অজ্ঞাত ছিল না। আশেপাশের সকল এলাকা এবং গোত্রের সাথে তাদের ছিল গভীর যোগাযোগ। হাবশার সাথে ছিল ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং রোম, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলের সাথেও তাদের যোগযোগ ছিল। তবে এ সময় তাদের চিকিৎসাবিদ্যা কতিপয় লোকের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার গণক এবং যাদুকররাও চিকিৎসা দিত। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে চিকিৎসাবিদ্যার ছিল সম্মানজনক অবস্থান।

তখনকার সময়ে চিকিৎসার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল আগুনের মাধ্যমে তাপ দেয়া। কারণ অনেকের মতো তারাও বিশ্বাস করত যে, অসুস্থতার কারণ হলো *এভিল স্পিরিট (Evil Spirit)* তথা অশুভ আত্মা। তবে আরবরা ক্ষতস্থানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পচা রক্ত বের করা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। জেনেছিল সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের ব্যাপারে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকার পন্থাও ছিল তাদের জানা। তারা কুষ্ঠরোগীদের জন্য পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। মশা-মাছির বিপদ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। তারা জাফরানের পানি দিয়ে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করত। যাতে বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আগমন না ঘটে।[১৭]

৭.২ প্রাক ইসলামী যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞান

মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টির সূচনাতেই চিকিৎসা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ এবং রোগব্যাধি মোকাবিলায় যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। আর তখনকার চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল তাদেরই সৃষ্ট ঝাড়-ফুঁক, যাদু বিদ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে। এরপর আসে লতা পাতা গাছ গাছড়ার ব্যবহার।[১৮] যেমন- *'ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন'* নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বহু বছর পূর্বে আরবে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি তখনও তাদের একটা নিজস্ব ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল। সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন প্রকার লতাগুল্ম ও বৃক্ষ হতে ঔষধ প্রস্তুত করত। যার আরবী নাম ছিল, *আল-আকাকীর ওয়াল হাশাইশ* (**العقاقير والحشائش**), যা মূলত চ্যালডিয়ান পদ্ধতি এবং তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে চিহ্নিত ছিল।'[১৯]

ঔষধ হিসেবে যা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তা *বার্লিনে Museum of Ethnology*-তে সংরক্ষিত প্রাচীন মানুষের একটি খুলিতে ক্ষত পোয়া ইঞ্চি গর্ত করে দেখা যায়। অনুমান করা যায় যে, এ গর্ত হয়েছে মাথার খুলিতে তুর্পিন করার জন্য। ফ্রান্সে প্রাপ্ত এবং পশ্চিম ইউরোপ ও বোহেমিয়ায় নব্য প্রস্তর যুগের *(Neolithic)* অনেক খুলিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। মনে করা হয় শির পীড়া, মৃগীরোগ প্রভৃতি তাড়াতে এ শল্যবিদ্যার আশ্রয় নেয়া হত।[২০] অতএব সভ্যতা বিকাশের প্রথম পর্যায় থেকেই মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনের সাধনায় নিমগ্ন থেকেছে। আর তাই *মেসোপটেমিয়া, মিশরীয়, ভারতীয়, পারস্য, চীনা, গ্রিক* ও *রোমান* সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাছাড়া *গ্রিক* চিকিৎসাবিজ্ঞানই বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলভিত্তি বলে মনে করা হয়। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের জ্ঞান সাধকদের অনেকেই ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। যা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

এছাড়া রোমান পণ্ডিতগণও চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কবল থেকে আরোগ্য প্রদানের মহান ব্রত নিয়ে গবেষণায় আত্মনিবেদিত ছিলেন *আসকলবিউসই, ওরাস, মিনস, বরমাজিনস, আফলাতুন তিব্বি, মালিনুস, বুকরাত, এরিস্টোটল, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, এজিনার পল, ডায়াসকোরাইড* প্রমুখ।[২১] গ্রিক জ্ঞান-ভাণ্ডার কালক্রমে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়। প্রাক ইসলামী যুগে আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এ সময় এ শিক্ষায়তনটি গ্রিক দর্শন শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যের জুনদিশাহপুরে, হাররানে, এডেসায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। জুনদিশাহপুরের শিক্ষায়তনটিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়া হতো।[২২] চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অবস্থা ও পটভূমিতে সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আল কুরআন, রাসূলুল্লাহ্‌র সা. এর বাণী জ্ঞান সাধানায় সম্পূর্ণ নতুন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে আরব সমাজে। এই উত্তরাধিকার আরবদের মাধ্যমে তাদের বিজিত বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় মুসলিম যুগ ও সভ্যতার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। মুসলিম সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও উন্নতি লাভ করে নতুন বিশিষ্টতা ও অবদানে।[২৩]

৭.৩ ইসলামের আবির্ভাব ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

ইসলামী যুগে চিকিৎসা পদ্ধতি

সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে আরব সমাজে। এছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ সা. চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেই তৎকালীন আরবে জুনদিশাহপুর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে দু'একজন চিকিৎসক ছিলেন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের তিনি তাদের কাছে যেতে বলতেন।[২৪]

কাজী সা'ঈদ ইব্‌ন আহমদ আল-আন্দালুসী তাঁর *'তাবাকাতুল উমাম'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আরবী ভাষা বিদ্যা এবং শরী'আতের বিধি-বিধান শিক্ষা করা নিয়ে। খুব কম লোকই তখন চিকিৎসাবিদ্যা জানতেন। সকলের নিকট তারা ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। প্রয়োজনের সময়ে লোকেরা তাদের কাছে যেত।"

রাসূলুল্লাহ্ সা. আগমনের পর আরবের সকল মানুষকে যেকোনো রোগের চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন উসামা ইব্‌ন শারীক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, "তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহ্

তা'আলা ঔষধবিহীন কোনো ব্যাধি সৃষ্টি করেননি। শুধু একটি ব্যাধির কোনো চিকিৎসা নেই। সেটি হচ্ছে বার্ধক্য।"[২৫] এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সা. থেকে মধু, খেজুর, প্রাকৃতিক ঘাস ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসার কথাও জানা যায়। যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলা যায় রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সময়ে তাঁর বদৌলতেই অনেকে চিকিৎসা সম্পর্কে জেনেছিল। ইমাম ইবনুল জাওযী র. তাঁর *'সিফাতুস্-সাফওয়া'* গ্রন্থে হিশাম ইব্ন উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয়শা রা. এর চিকিৎসা জ্ঞান দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য হতেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি দল বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা দিত। সেখান থেকেই তিনি চিকিৎসা পদ্ধতি শিখেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী র. তাঁর *'তারীখুল ইসলাম'* গ্রন্থেও এমনটি উল্লেখ করেছেন।

৭.৪ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হাসপাতাল

আয়শা রা. থেকে বর্ণিত আছে, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ ইব্ন মু'আয রা. আহত হলেন। ইব্নুল আরাকা নামক কুরায়শ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাঁধে তীর নিক্ষেপ করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. নামাযের স্থানের কাছেই একটি তাঁবু খাটালেন। তাঁর নিকটে থেকে তাকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য। ইব্ন ইসহাক র. তাঁর *'সীরাত'* গ্রন্থে বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সা. সা'দ ইব্ন মু'আয রা.-কে আসলাম গোত্রের রাফিদা মতান্তরে রুফায়দা নামক মহিলার জন্য স্থাপিত তাঁবুতে রেখেছিলেন। তিনি আহত যোদ্ধাগণকে চিকিৎসা দিতেন। খন্দকের যুদ্ধে কোনো ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হলে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলতেন, তাঁকে রাফিদার তাঁবুতে রেখে আসো। যেন আমি কাছ থেকে তাঁর চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ করতে পারি।"[২৬] এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ সা.-ই সর্বপ্রথম ভ্রাম্যমান সামরিক হাসপাতাল নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইসলামী স্বর্ণযুগের বিমারিস্তান

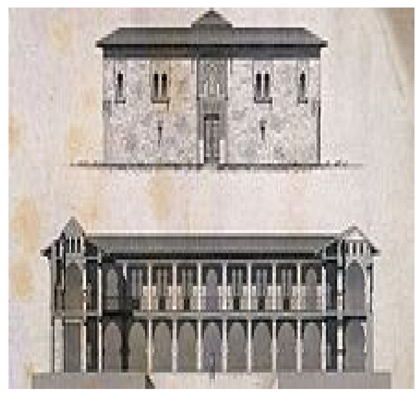

৭.৫ রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসক

রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে আরবে চিকিৎসক হিসেবে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাঁরা হলেন,

ক. হারিছ ইব্ন কালদাহ্ আছ্-ছাকাফী: আরবের প্রথম খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন হারিছ ইব্ন কালদা আছ্-ছাকাফী। তিনি ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের জুনদিশাহপুরে চিকিৎসাবিদ্যা শিখেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সাহাবী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, হারিছ অমুসলিম ছিলেন। রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে নবী করিম সা. তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং লোকজনকে (রোগীদেরকে) তার কাছে পাঠাতেন।

সা'দ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি আমার বুকের ওপর হাত রাখলেন। আমি তার হাতের শীতলতা আমার হৃদয় পর্যন্ত অনুভব করলাম। তিনি বললেন, "তুমি তো হার্টের রোগী। সাকিফ গোত্রের হারিছ ইব্ন কালদার কাছে যাও সে এর চিকিৎসা করে।"[২৭]

মূলত হারিছ চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন পারস্যের জুনদিশাহপুর শিক্ষায়তনে খ্রিস্টান চিকিৎসকদের নিকটে। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি জুনদিশাহপুরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে তায়েফ-এ এসে বসবাস করেন ও চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন। তিনি *কালামুল হারিছ মা'আ কিসরা* (كلام الحارث مع كسري)[২৮] নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খলীফা উমার রা. এর সময় (৬৩৫ খ্রি.) তিনি ইন্তিকাল করেন। ভিন্নমতে মু'আবিয়া রা. এর শাসনামলে হারিছ ইন্তিকাল করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৯]

এমনিভাবে তার পুত্র নযর ইব্ন হারিছ ইব্ন কালদাও ছিলেন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনিও তার পিতার মতো একই স্থান থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সা. এর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী আয়শা রা. ও একজন অনুশীলনকারী চিকিৎসক ছিলেন।[৩০]

খ. নযর ইব্ন হারিছ ইব্ন কালদা আছ্-ছাকাফী: তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়কালের একজন চিকিৎসক ছিলেন। কোনো কোনো মতানুযায়ী উক্ত হারিছই এই নযর। এই পাপাত্মা নবী করিম সা. এর কুৎসা রটাতো। ফলস্বরূপ বদর যুদ্ধে সে বন্দি হয় এবং নবী করিম সা. তাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।[৩১]

গ. আবূ হাফসা ইয়াযীদঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ইয়াহুদি ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। *Wusten Field* তাঁর *Geschichte der Arabian Aerzte*-তে আবূ হাফসাকে সে সময়কার অন্যতম চিকিৎসক বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২]

ঘ. ইব্‌ন আবী রামছাতুন্‌-তামীমীঃ আত্‌-তামীমী ক্ষত ও প্রসিদ্ধ অস্ত্রপচার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে বনূ তামীম গোত্রের একজন দক্ষ শল্য চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৩৩]

ঙ. যায়নাবঃ তিনি জাহিলী যুগের ও বনূ আওদের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি চক্ষু এবং ক্ষতস্থানের চিকিৎসায় পারদর্শী এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩৪] তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে চক্ষু রোগের চিকিৎসা করতেন।

চ. রুফায়দাহ আল-আসলামিয়্যাহ্‌ঃ তিনি জাহেলী যুগের বনী আসলাম গোত্রের একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আনসার সাহাবী এবং মসজিদে নববীর আঙিনায় তাঁবুতে যে হাসপাতাল করা হয়েছিল তার প্রধান।[৩৫] তিনি যুদ্ধে আহত সাহাবীগণের চিকিৎসা দিতেন। একবার সা'দ ইব্‌ন মু'আয আহত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাঁকে রুফায়দাহ এর তাবুতে রেখে আসতে বলেন।[৩৬]

ছ. আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবজার আল-কিনানীঃ তিনি প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস করতেন এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।[৩৭]

জ. শামারদাল ইব্‌ন কুবাছ আল-কাবি আন্‌-নাজরানীঃ তিনি নাজরান থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ সা. এর কাছে আগত বনু হারিস ইব্‌ন কা'ব গোত্রের কাফেলায় শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সা. এর কাছে এসে তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল সা.! আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। জাহেলী যুগে আমি আমার গোত্রীয় গণক ছিলাম এবং চিকিৎসাও করতাম। এখন কি আমার জন্য এটি করা বৈধ হবে? কারণ আমার কাছে তরুণী মেয়েরাও আসে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাঁকে চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন। তখন শামারদাল রা. নবীজীকে সা. বললেন, যে সত্ত্বা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! চিকিৎসা সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অনেক বিজ্ঞ।"[৩৮]

ঝ. জিমাদ ইব্‌ন সা'লাবা আল-আজদিঃ তিনি আজদে শানুয়া গোত্রের লোক ছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস রা. তাঁর সম্পর্কে বলেন, আজদি শানুয়া গোত্রের জিমাদ নামক একজন লোক ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। এসে শুনতে পেলেন কুরায়শরা বলাবলি করছে, মুহাম্মাদ একটা পাগল। তখন তিনি মুহাম্মাদ সা. এর চিকিৎসা করার ইচ্ছা করেন। তাঁর কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি দুষ্ট বাতাসের প্রভাবের চিকিৎসা করি। আপনি যদি চান তাহলে আপনাকে চিকিৎসা দেব। আল্লাহ্‌ চাইলে আপনি সুস্থ হবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাশাহহুদ পাঠ করলেন এবং এমন কিছু কথা বললেন যা জিমাদকে খুবই মুগ্ধ করল। জিমাদ বললেন, আমাকে আবার বলুন। রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাকে আবার শুনালে তিনি বললেন, এমন কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। আমি অনেক গণক, যাদুকর এবং কবিদের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন সুন্দর কথা আগে শুনিনি। তিনি তো শব্দের সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ও গোত্রের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ সা. এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৩৯]

ঞ. উম্মু আতিয়্যাহ আল-আনসারিয়্যাহ্‌ঃ তিনি এ নামে পরিচিত হলেও তার প্রকৃত নাম নাসীবা বিন্‌ত আল-আনসারিয়্যাহ্‌। রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাঁর মেয়ে যয়নাবকে গোসল করাতে বলেছিলেন উম্মু আতিয়্যাহ্‌ রা.-কে। তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন র. এর সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সা. এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এসব যুদ্ধে আমি সাহাবীগণের জন্য রান্না করতাম এবং তাদের ঘাঁটিতে থেকে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করতাম এবং অসুস্থদের পরিচর্যা করতাম।[৪০]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ সা. এর যুগে দুজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন- লুকমান আ. ও খুযায়ম।

৭.৬ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে চিকিৎসাবিজ্ঞান

শারীরিক সুস্থতার প্রতি গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূলুল্লাহ্‌ সা. এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা নিজেরাও লোকদেরকে সুস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে বলতেন এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। উমর রা. চিকিৎসার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। যেমন- তিনি বলেছেন, আপনারা খাবার এবং পানীয় গ্রহণে পেটুকতা করা থেকে বিরত থাকুন। এতে শরীর নষ্ট হয়ে যায়, বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয় এবং নামাযে অলসতা তৈরি হয়। তিনি আরো বলেন, আপনারা অধিক পরিমাণে গোশত ভক্ষণ থেকে বিরত থাকুন। কেননা গোশতের মধ্যে মদের মতো হিংস্রতা রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিটি সৈন্যদলের সাথে চিকিৎসকদের দল প্রেরণ করতেন। ইসলামের চার খলীফার মধ্যে আলী রা. চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কেউ কেউ বলেন, আলী রা. থেকেই আরব সভ্যতায় বিজ্ঞান গবেষণার

সূচনা হয়।[৪১] আলী রা. একবার আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত চারশত যোদ্ধাকে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে কূফায় ফিরিয়ে আনতে বলেছিলেন।[৪২] আলী রা. এর যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক হলেন আবুল ফুতূহ আল-মুসতাওফী।[৪৩] এভাবে কালের আবর্তে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগও অতিক্রম হয়।

৭.৭ উমাইয়া শাসনামলে চিকিৎসাবিজ্ঞান

খুলাফায়ে রশেদীনের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। বংশানুক্রমিক বা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলেও শাসকগণ ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। প্রথমেই ক্ষমতায় আসে উমাইয়া বংশ। উমাইয়া আমলে দিমাশ্ক ইসলামী খিলাফতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। এ সময় আরবরগণ *আলেকজান্দ্রিয়া*, নিসিবিস ও জুনদিশাহপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কয়েম করে। রাজধানী দিমাশ্ক *বাইজান্টাইন* সাম্রাজ্যের অদূরে থাকায় আরবরা প্রাচীন গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্ট পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বে জ্ঞানের মশাল ছিল গ্রিক বিজ্ঞানীদের হাতে। বাইজান্টাইনীয়রা নিরানন্দ গ্রিক দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী না হওয়ায় তাওহীদবাদী মুসলমানরা কার্যত বহুত্ববাদী গ্রিক দর্শনের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। গ্রিকদের সাথে ধর্মীয় বিশ্বোসের মিল না থাকলেও তাদের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে মুসলমানদের কোন বিরোধ ছিল না। অন্যদিকে ইউরোপ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে ধর্মীয় একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটায় সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের সব সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু তাই নয় পশ্চিম ইউরোপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গ্রিক ও প্রাচ্যের মুসলমানদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। তাতে উভয় সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে গ্রিক ও পার্সী জ্ঞান ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে প্রাচীন জ্ঞান নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। মূলত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরই উমাইয়া খলীফাগণ চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাদের সময়ে দিমাশক জ্ঞান এবং সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। খলীফা উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীয র. (৬৩-১০১ হি./৬৮২-৭২০ খ্রি.) সুরিয়ানি ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোর আরবীতে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ইমাম মাকরিজি র. বলেন, ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হাসপাতাল নির্মাণ করেন উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক। ৮৮ হিজরী/৭০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি হাসপাতালের জন্য চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তাদের বেতন-ভাতা জারি করেছিলেন। কুষ্ঠরোগীদের আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের জন্য এবং অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ভাতা চালু করেছিলেন। ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী র. '*তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলূক*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '*শাম*' তথা বৃহত্তর সিরিয়ার অধিবাসীদের কাছে ওয়ালীদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। তিনি সেখানে বহু মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। লোকদের অজস্র দান করতেন। কুষ্ঠরোগীদের ভাতার ব্যবস্থা করে বলেছিলেন, "তোমরা মানুষের কাছে কিছু চেয়ো না।" তাদের সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে এ ধরনের নিয়মতান্ত্রিক হাসপাতালসমূহ এবং ইসলামী চিকিৎসাবিদ্যায় বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। তবে উমাইয়া খলীফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের চেয়ে সামরিক শক্তি এবং রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনিক উন্নতিকল্পে বেশি সময় ব্যয় করেছেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় অগ্রগতির সূচনা ঘটলেও তা পরিপূর্ণভাবে উৎকর্ষতা লাভ করেনি। অবশেষে ৭৪৯ সালে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটলে শুরু হয় মুসলিম খিলাফতে বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন অধ্যায়।[৪৪]

উমাইয়া যুগের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসক হচ্ছেন :

১. ইব্‌ন আসাল: তিনি ছিলেন উমাইয়্যা খলীফা ইব্‌ন আবী সুফিয়ানের যুগের চিকিৎসক। তিনি ছিলেন সিরীয় খ্রিস্টান এবং একক ও যৌগিক ঔষধের ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ।[৪৫]

২. আবুল হাকাম: এই ব্যক্তিও ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তখনকার চিকিৎসকদের মধ্যে তার পরিবার ছিল শীর্ষ অবস্থানে।[৪৬]

৩. তায়াজুক: তিনি ছিলেন উমাইয়া যুগের বিখ্যাত ও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসায় দক্ষতার পাশাপাশি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফির ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে অনেক বক্তব্য এবং উপদেশ প্রদান করতেন। তিনি তাঁর ছেলের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এ গ্রন্থে তিনি রোগের পরিবর্তন, সূক্ষ্মতা, স্থায়ীত্ব এবং নিঃশেষ হওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিছু রোগের নাম সংক্রান্ত ব্যাখ্যাও তাতে আলোচিত হয়েছে। ৯০ হিজরী/৭০৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াসিত শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪৭]

৭.৮ আব্বাসীয় শাসনামলে চিকিৎসাবিজ্ঞান

আব্বাসীয় শাসনামলে (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়।[৪৮] শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এ যুগ শুধু ইসলামেরই নয়; বরং বিশ্বের ইতিহাসেও বিরাট স্থান দখল করে আছে।[৪৯] এ যুগের অধিকাংশ খলীফা রাজ্য বিজয় পরিত্যাগ করে জ্ঞানারোহণে সুদূরপ্রসারী অভিযান পরিচালনা করেন।[৫০]

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা বলতে যা বুঝায় তা হয়েছিল মূলত আব্বাসীয় আমল হতেই, কুরআনের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ্ সা. এর অনুপ্রেরণায় মুসলিম সভ্যতার সূচনা প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয় আমলেই সংগঠিত হয়। এছাড়া মুসলমানদের চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে জুনদিশাহপুরের শিক্ষায়তনটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গ্রিক, পারস্য, সিরীয় এবং কিছুসংখ্যক ভারতীয় ছাত্র ও শিক্ষক জুনদিশাহপুরের কলেজে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। গ্রিক হতে সিরীয় ও পাহলভী ভাষায় অনুবাদের কাজ পঞ্চম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়েছিল এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে *গ্যালেন* ও *হিপোক্রেটিসের* গ্রন্থগুলো *সিরীয়* ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ যুগে গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। এ সময় জুনদিশাহপুরের কলেজটি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।[৫১]

তাই বলা যায় সময়ের চাকা ঘুরে ঘুরে কেবল আব্বাসীয়দের কাছেই আবর্তিত হয়। তাদের সময়েই মুসলিম জাতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উৎকর্ষতা লাভ করে। পূর্ববর্তী শাস্ত্রবিদদের ভুলত্রুটিগুলো তারা সংশোধন করেন। তারা শুধু চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা এবং অনুবাদেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তারা এ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন এবং পূর্ববর্তীদের ভুল সংশোধন করেছেন। তাদের আমলে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার মুসলিম চিকিৎসকগণ রোগের ধরণ-প্রকৃতি এবং এর বিকাশ নিয়ে আলোচনা করার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। হুনায়ন ইব্ন ইসহাক এবং সাবিত ইব্ন কুররা আল-হাররানির মতো অনেক চিকিৎসক এই জাগরণে অবদান রেখেছেন। তাঁরা চিকিৎসকের জন্য সিলেবাস প্রণয়ন করেছিলেন। প্রধান চিকিৎসকের কাছে উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতিত কেউ এতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত না। প্রসিদ্ধ আরব চিকিৎসক সিনান ইব্ন সাবিত ইব্ন কুররা শুরু থেকে এ বিষয়ে দেখাশুনা করতেন। সে সময় সাধারণ চিকিৎসক, রক্ত বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, ডেন্টিস্ট, মহিলা চিকিৎসক এবং ফ্রি চিকিৎসকসহ পৃথক পৃথক ক্যাটাগরির সৃষ্টি হয়েছিল। আব্বাসীয় আমলের প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক হলেন, আল-কিন্দি, আবূ বকর আর-রাযী, আল-বিরূনী, ইব্ন সীনা।[৫২] মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের যুগকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।[৫৩] যথা :

১. ৭৫০-৯০০ খ্রি. (অনুবাদের যুগ)।
২. ৯০০-১১০০ খ্রি. (মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ)।
৩. ১২৫০-১৬৫০ খ্রি. (মুসলমানদের পতন ও ইউরোপের উত্থান যুগ)।
৪. ১৬৫০ খ্রি. (চলমান সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ)।

৭.৮.১ অনুবাদের যুগ (৭৫৯-৯০০ খ্রি.)

আব্বাসীয় আমলে জ্ঞানচর্চার প্রথম যুগ ছিল মূলত অনুবাদের যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ভাষায় মানুষের জ্ঞানের যেসকল দিক সংরক্ষিত ছিল, আরবগণ তাকেই প্রথম দিকে অনুবাদের মাধ্যমে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করে। এই অনুবাদের সাথে সাথেই এসেছে তাদের মৌলিক জ্ঞানচর্চার কাল।[৫৪]

সর্বপ্রথম মুসলমানগণ গ্রিক, ভারতীয়, পারসিক এবং চ্যালডিয়ান ঔষধ ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহকে আরবীতে অনুবাদ করে এবং ঐ সমস্ত দেশের চিকিৎসা ও ঔষধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আয়ত্ত করে তবে এক্ষেত্রে তাঁরা অন্ধভাবে কোনো দেশ বা জাতির চিকিৎসা ও ঔষধ তত্ত্বকে মেনে নেয়নি, বরং তাঁরা ঐ সমস্ত দেশের চিকিৎসা ও ঔষধ বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী অংশটুকু গ্রহণ করেছিল। তাঁরা ঔষধ বিজ্ঞানের উপর নতুন তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছিল। এভাবে তাঁরা এক নবতম চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। যখন ইউরোপীয়গণ মুসলমানদের ঐ সমস্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য আরবী সাহিত্য হতে শিক্ষণ প্রাপ্ত হলো তখন তারা সাধারণভাবে ঐ জ্ঞানকে 'আরবী ঔষধ বিজ্ঞান' হিসেবে চিহ্নিত করল এবং চিকিৎসা ও ঔষধ বিজ্ঞানে যে তারা ঋণী সেটা স্বীকার করল। যেহেতু ঔষধের জ্ঞান প্রাথমিকভাবে গ্রিক থেকে মুসলমানগণ গ্রহণ করেছিল তথাপিও দক্ষিণ এশিয়ার উপমহাদেশের মুসলমানগণ তাদের ঔষধ বিজ্ঞানের নামকরণ করেছিল *আত্-তিব্ব আল-ইউনানী* (الطِّب اليوناني) গ্রিক ঔষধবিদ্যা, এই স্বীকৃতি মুসলমানদের উদারতাকেই প্রকট করে।[৫৫]

অতএব, নবম শতাব্দীতে নেস্টোরীয় খ্রিস্টানদের সাহায্যে অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। এরা প্রায় সকলেই গ্রিক, সিরীয় ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফারসী ভাষাও জানত। প্রথমে তারা গ্রিক গ্রন্থ সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করত। এগুলোকে পরে আরবীতে অনুবাদ করা হতো। এ অনুবাদ কার্য খলীফা আল-মামুনের সময় (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। এখানকার অনুবাদ সংস্থার প্রধান ছিলেন প্রতিভাধর দার্শনিক ও চিকিৎসক হুনায়ন ইব্ন ইসহাক। তিনি গ্যালেনের যাবতীয় গ্রিক

গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলে গ্যালেনের সমগ্র চিকিৎসা বিষয়ক ও দার্শনিক গ্রন্থ অনূদিত হয়ে একশটি সিরীয় ও ত্রিশটি আরবী গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়। হুনায়নের পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়শ অনুবাদক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন এবং উভয়ে মিলে তেরটি সিরীয় ও ষাটটি আরবী গ্রন্থ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেন। এভাবে গ্রিক বিজ্ঞানের বিশাল উত্তরাধিকার মুসলিম বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়।[৫৬]

গ্যালেন (১২৯-২১৬ খ্রি.) নিজ গ্রন্থ ব্যতিত *হিপোক্রেটিস* (৪৬০-৩৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এর গ্রন্থের যে সকল টীকা লিখেছিলেন, হুনায়ন সেগুলোও সিরীয় ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। হুনায়নের শিষ্যরা অবশ্য *হিপোক্রেটিসের* গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেছিলেন। হুনায়ন আরো অনুবাদ করেন অরিবাসিয়াসের *'সিনপুসিস'*, এজিনার পলের *'সপ্তগ্রন্থ'* এবং ডায়াসকোরাইডের *'ম্যাটেরিয়া মেডিকা'*, হুনায়ন অন্যান্য গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী, পশু চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং *এরিস্টোটলের* প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও বাইবেলের গ্রিক ভাষ্যের অনুবাদ করেন। এসব অনুবাদ ছাড়া হুনায়ন নিজেও বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো গ্যালেনের গ্রন্থ থেকে গৃহীত উপাদান ব্যবহার করে ছাত্রদের জন্য পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করা। হুনায়ন ও হুবায়শ মূলত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।[৫৭]

৭.৮.২ মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ (৯০০-১১০০ খ্রি.)

উমাইয়া যুগে (৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বীজ বপিত হয়েছিল আব্বাসীয় যুগে তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছিল।[৫৮] এজন্য ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ *(Golden Age)* বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৯] এ সময় বিশ্বের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য। বিচ্ছুরিত হয় মুসলমানদের মৌলিক জ্ঞানানুশীলনের সোনালী রশ্মি। ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের মৌলিক গবেষণা বিশ্বের চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে।

বায়তুল হিকমায় বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানচর্চায় রত

এক্ষেত্রে *বায়তুল হিকমা*[৬০] *(House of Wisdom)* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *বায়তুল হিকমা* প্রতিষ্ঠা করা না হলে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে কোনো গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা ঘটত কি-না সন্দেহ। মানবজাতির ইতিহাস হতো ভিন্নতর।[৬১] এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও লেখক *জোনাথন লিয়ন্সের* একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর *The House of Wisdom : How The Arabs Transformed Western Civilization* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

The classical works of Greek and other ancient philosophers and scientists might have been lost to the European if they had not been preserved in the Arabic language through the House of Wisdom. Muslims translated them and also wrote comments and explanations and added their own ideas.

"হাউজ অব উয়িজডমের মাধ্যমে গ্রিক ও অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর প্রাচীন গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় সংরক্ষণ করে রাখা না হলে ইউরোপীয়দের কাছ থেকে সেগুলো হারিয়ে যেত। মুসলমানরা প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেছেন এবং অনূদিত গ্রন্থগুলোর ওপর ভাষ্য ও ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং তার সাথে নিজেদের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[৬২]

গণিতের ঐতিহাসিক *করোনা ব্রিজাইনা* তাঁর *Al-Khawarizmi : The Inventor of Algebra* গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

The Scholars of the House of Wisdom were instrumental in translating scientific texts from various cultures such as ancient Greece and India into Arabic and preserved them for future generations.

"হাউজ অব উয়িজডমের পণ্ডিতগণ ছিলেন গ্রিস ও ভারতের মতো বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপিগুলো আরবীতে অনুবাদের সহায়ক শক্তি এবং তারা এসব অনুবাদ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন।"[৬৩]

খলীফা আল-মামুন *বায়তুল হিকমা (House of Wisdom)* প্রতিষ্ঠাসহ এর যাবতীয় উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাঁর উত্তরসূরি খলীফা আল-মু'তাসিম ও আল-ওয়াসিতের শাসনামলে *বায়তুল হিকমার* চরম

উৎকর্ষ সাধিত হয়। তবে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে তার অবনতি ঘটে। খলীফা আল-মামুন, আল-মুসতা'সিম ও আল-ওয়াসিত মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী হলেও খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ছিলেন এ মতবাদের বিরোধী। কঠোর ইসলামের অনুসারী হওয়ায় খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল মুতাযিলা মতবাদের উৎস গ্রিক দর্শনের বিস্তার রোধ করার চেষ্টা করেন।[৬৪]

এই যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রবিদদের মধ্যে আলী আত্-তাবারী, আর-রাযী, আলী ইব্ন আব্বাস, আল- মাজূসী এবং ইব্ন সীনার নাম বিখ্যাত। তাঁরা পারস্যবাসী হলেও আরবীয় ছিলেন। আর রাযী এবং ইব্ন সীনার প্রতিকৃতি আজও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানী এ যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখেন।[৬৫]

৭.৮.৩ মুসলমানদের পতন ও ইউরোপের উত্থান যুগ (১২৫০-১৬৫০ খ্রি.)

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের পরিচালিত *ক্রুসেডে* ইসলামী খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আকস্মিকভাবে পূর্বদিক থেকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রতি বৃহত্তর হুমকি সৃষ্টি হয়। ১২০৬ সালে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মোঙ্গল সাম্রাজ্য পূর্বদিকে চীন এবং পশ্চিম দিকে রাশিয়া ও ইসলামী খিলাফতসহ ইউরেশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত হয়। ১২৫৩ সালে চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে পারস্য অভিযান শেষে গুপ্তঘাতকদের সুরক্ষিত আলামুত দুর্গ আক্রমণ করেন। এ অভিযানে তিনি বাগদাদের খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর সহায়তা কামনা করে তার কাছে একটি চিঠি পাঠান। খলীফা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে হালাকু খান ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ করেন এবং গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে ১২৫৮ সালের জানুয়ারিতে বাগদাদের উপকণ্ঠে পৌঁছে খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহকে আত্মসমর্পণের জন্য চরমপত্র দেন। মুসতা'সিম বিল্লাহ তার চরমপত্র উপেক্ষা করলে তিনি ৪০ দিন বাগদাদ অবরোধ করে রাখেন এবং প্রস্তর নিক্ষেপক ও জলন্ত অগ্নির সাহায্যে এ সুরম্য নগরীর প্রাচীর বিধ্বস্ত করেন। নিরুপায় খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহ হালাকু খানের নিকট আত্মসমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু হালাকু খান অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খলীফা ও রাজপরিবারের সকলকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হত্যা করেন। হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মোঙ্গলদের নির্মম হত্যাযজ্ঞে ১৬ লক্ষ লোক নিহত হয়। তিনদিন ধরে বাগদাদের রাজপথগুলোতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। হালাকু খান *নেস্টোরীয়* খ্রিস্টান স্ত্রী দোকুজ খাতুনের নির্দেশে বাগদাদের খ্রিস্টান ও পার্সী মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাসিরুদ্দীন আত্-তূসীর অনুরোধে শিয়াদের রেহাই দেন। খলীফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাসহ সকল লাইব্রেরি, মসজিদ, প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেন। বিশেষ করে *বায়তুল হিকমার* ধ্বংস শুধু স্বর্ণযুগের যবনিকাপাত ঘটায় তাই নয়, এ ঘটনা ছিল গোটা মানবজাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।[৬৬]

শুধু হালাকু খান নয়, পরবর্তী মোঙ্গল নেতা তৈমুর লংও একই নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেন। তিনি বহু সমৃদ্ধ নগরী ও জনপদ ধ্বংস, হাজার হাজার মানুষ হত্যা এবং প্রাচীন কৃষিপ্রধান মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে পদানত করে পশ্চিম মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার স্থলপথে পূর্বদিকে চীনের পথে এগিয়ে গেলে মুসলিম সভ্যতা তাদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে নিস্তার পায়। পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসকারী মোঙ্গলদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের অনেকে তুর্কী মুসলমানদের সাথে একাকার হয়ে যায়। তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্য আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ততদিনে মুসলমানদের স্বর্ণময় যুগের অবসান ঘটে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী অগ্রসর হয়।[৬৭] এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞান সাধনার উচ্ছ্বসিত জলরাশি ক্রমশ ক্ষীণকায় মৃতপ্রায় জলাধারে পরিণত হয়। অপরদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের সাধনার উপর ভিত্তি করে ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতি অবিচ্ছিন্ন গতিধারায় এগিয়ে চলে। মুসলমানদের চিকিৎসা বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থগুলো ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় বারংবার অনুবাদ করা হয়। আয-যুহরের গ্রন্থ চৌদ্দবার, ইব্ন সীনার কানূন পনেরবার, আর-রাযীর গ্রন্থ পনেরবার ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। অন্যান্য চিকিৎসকদের গ্রন্থও একইভাবে অনুবাদ করা হয়। *কানূন ফিত্-তিব* (قَانُوْن فِيْ الطِّبّ) এর পঞ্চাশতম সংস্করণ এই গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে। ইউরোপীয় গবেষকবৃন্দ মুসলিম মনীষীগণের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের উপর বহুবার আলোচনামূলক নিবন্ধ রচনা করেছেন। ৫৪ জন পাশ্চাত্যের লেখক কেবল ইব্ন সীনার গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেছেন। এভাবেই ইউরোপীয়রা অগ্রসর হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছে আজকের আধুনিক বিশ্বে। মুসলমানদের পতনের মধ্য দিয়ে আর বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে নেমে এসেছে স্থবিরতা।[৬৮]

৭.৮.৪ চলমান সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের দারস্থ (১৬০৫ থেকে বর্তমান)

নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী ভাষা জনগোষ্ঠীর সাফল্য এত বেশি ছিল যে, তা আমাদের বোধশক্তিকে স্তম্ভিত করে দেয়। ইসলাম ও আরবদের উত্থান যত দ্রুতগতিতে ঘটেছিল তাদের অবক্ষয় ও পতন ঠিক তত বিস্ময়কর গতিতে পূর্ণতা লাভ করেছিল। আর তাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা স্থিমিত হয়ে যায়। স্বর্ণযুগের ইতিহাস এখন কেবল স্মৃতি। এ ইতিহাস অতল অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। ইউরোপে চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও চর্চার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল মুসলমানরাই। কিন্তু ইউরোপীয়রা মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম বিকৃত করেছেন, কৃতিত্ব ঢেকে দিয়েছেন নানা জাল বিছিয়ে। ফলে অসংখ্য মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নাম ও রচনাবলি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। রাষ্ট্র হাতবদলের জিঘাংসায় মুসলিম কীর্তির বেশিরভাগ নিদর্শনই ধ্বংস হয়েছে বর্বর ইউরোপীয়দের হাতে। নদীতে নিক্ষেপ করে, রান্না-বান্নার কাজে এবং গ্রন্থের স্তুপে আগুন দিয়ে তারা ধ্বংস করেছে অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলো। ১৬শ শতাব্দীতে খ্রিস্টান বিজ্ঞানী রামুস মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে ইব্নুল হায়ছামের একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। যখন তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছিলেন তখন তা পুরনো এক বইয়ের দোকানে ধূলি-বালিময় ছেঁড়া অবস্থায় পড়েছিল। এভাবেই আজ মুসলমানদের সকল কৃতিত্ব হারিয়ে গেছে। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই একবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের দারস্থ হতে হচ্ছে।[৬৯]

তাই বলা যায়, আরব চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার পশ্চাতে আব্বাসীয় খলীফাদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে উমাইয়া খলীফাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা বিজ্ঞান হিসেবে কাজ কিছু না হলেও উমাইয়া যুগেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্ম হয় এবং শৈশব অবস্থা চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া যুগেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়। আব্বাসীয় যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শৈশব অবস্থা ধীরে ধীরে বলদৃপ্ত হয়ে উঠে। চিকিৎসাবিজ্ঞান শৈশব থেকে কৈশোর ও যৌবনের মদমত্ত অবস্থার পথে চলতে থাকে। শৈনে শৈনে এগিয়ে যায় একের পর এক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে দূর-দূরান্তের পরিচিত অপরিচিত বিভিন্নজনের সাহায্য নিয়ে। উমাইয়া যুগে যে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে তা ছিল একক প্রচেষ্টায়। সামাজিক বা সরকারি কর্তব্য হিসেবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা স্থান পায়নি। আব্বাসীয় যুগে তা পূর্ণভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হতে থাকে। রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুসন্ধান' স্থান লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আভিজাত্যের অন্যতম নিদর্শন হয়ে দাড়ায়। তবে একথা সত্য যে আব্বাসীয় যুগে সার্বিকভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হলেও খলীফা হারূন অর-রশীদের পূর্ব পর্যন্ত এদিক দিয়ে বিশেষ কোনো কাজ হয়নি। এজন্যই এ যুগে মোটামুটি অর্ধ ডর্জানের বেশি চিকিৎসা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচিত হয়নি। তখন *Anatomy, Physiology, Embryology* প্রভৃতি বিষয়ে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি (গ্রন্থই রচিত হয়নি)। ইসলামী রাষ্ট্রের কথা স্মরণ করলে এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। শান্তিবাদী সাম্যবাদী ধর্মের আওতায় বা দোহাই দিয়ে গড়ে উঠলেও আরবের এ নব মুসলমান সমাজ যে নিজেদের প্রাক ইসলামী যুগে রমনোবৃত্তি থেকে একটুও অগ্রসর হতে পারেনি। উছমান রা. (মৃত ৩৫ হি.) এর হত্যা, আলী রা. ও আয়শা রা. এর (উষ্ট্রের) যুদ্ধ, আলী রা. এর হত্যা, উমাইয়াদের কূটনীতি, স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি, বিলাস ব্যসন, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, অনাচার প্রভৃতি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধর্মের নামে উমাইয়াগণ রাজ্য বিস্তার করলেও ধর্মের উদারতা এদের এতটুকুও উদার করতে পারেনি। এ গৃহযুদ্ধ ও অশান্তিময় পরিস্থিতির মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার শান্ত পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। যাঁরা বিজ্ঞানচর্চার অনুরাগী ছিলেন, তাঁরা যদি এ পরিস্থিতিতে বেশি কিছু না করে থাকতে পারেন তাতে অনুযোগ করার কিছু নেই।

৮. প্রবন্ধের ফলাফল

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে নিম্নোক্ত কিছু ফলাফল লাভ করা যায়:

১. আরব এবং মুসলিম চিকিৎসকগণই প্রাচীন সমাজে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিদ্যার পাঠদানে এগিয়েছিল।

২. চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিম সভ্যতার জাগরণের পশ্চাতে অন্যতম অবদান ছিল খলীফাগণের। বিশেষ করে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামলের খলীফাগণের।

৩. মুসলিম চিকিৎসকগণ শুধু পূর্ববর্তীদের চিকিৎসাবিদ্যা বর্ণনা করেই যাননি। তাদের ভুলও সংশোধন করেছিলেন এবং আরো নতুন নতুন সূত্র ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রণয়ন করে গেছেন চিকিৎসাশাস্ত্রের অগণিত গ্রন্থ।

৪. তাঁদের হাতেই সর্বপ্রথম (বর্তমানের) চক্ষু বিভাগ, শিশু বিভাগ, মহিলা বিভাগ প্রভৃতি পৃথক পৃথক চিকিৎসা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল।

৫. তাঁরাই হাসপাতালগুলোকে বর্তমান সময়ের ন্যায় মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত করেছিলেন।

৬. তাঁদের হাতেই চিকিৎসা বিভাগ এবং ফার্মেসী বিভাগের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়েছিল।

৭. তৎকালীন সময়ে ইউরোপীয়রা বিশ্ব চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুই জানত না। আরবী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন এবং এগুলোর রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই তারা চিকিৎসাবিদ্যার ভিত গড়তে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইতালি এবং ফ্রান্সে যখন চিকিৎসা ইনস্টিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এক্ষেত্রে আরবদের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৯. উপসংহার

'*Health is Wealth*' **'স্বাস্থই সম্পদ'** এ কথাটি সারাবিশ্বে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। মানবজীবনের সাথে চিকিৎসার একটা প্রাকৃতিক যোগ রয়েছে। অঢেল ধন-সম্পদ আর প্রতিপত্তির অধিকারী হলেও যদি স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তাহলে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বিরাজ করে। এ সুস্থ শরীরের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। কালক্রমে সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে চিকিৎসা পদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই পরিবর্তনে মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। মুসলিম চিকিৎসগণের হাতেই চিকিৎসাবিদ্যার বৈপ্লবিক জাগরণ সাধিত হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই চিকিৎসা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এতকিছুর পরেও পশ্চিমা কর্তৃক মুসলমানদেরকে অনগ্রসর জাতি আখ্যা দেয়া এবং পশ্চিমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অস্বীকার করা তাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, 3rd Edition, 1976), p. 550; *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 889; A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, Ninth edition, 2015), p. 967; ড. রূহী বা'লবাক্কী, *আল-মাওরীদ এরাবিক-ইংরেজি ডিকশনারী* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭২০; ই. ইলিয়াস, *কামূস ইলিয়াস আল-আসরী ইংরেজি এরাবিক ডিকশনারী* (কায়রো: ইলিয়াস মডার্ন পাবলিশিং হাউজ এন্ড কো., ১৯২৫ খ্রি.), পৃ. ৪৬২; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ* (বৈরূত: দারুল-মাশরিক মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫৯; জুবরান মাস'ঊদ, *মু'জামুর রাঈদা* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালা'ঈন, তা.বি.), পৃ. ৫৭১।

[২] *https://www.bangladict.com*

[৩] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২৩০।

[৪] আহমদ শরীফ, *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৫।

[৫] ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৫৬৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৬৫৪; সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ৫১৫।

[৬] ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরাব*, ৫ম খণ্ড (কায়রো: দারুল-হাদীছ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৫৬; মুহাম্মাদ আলী আত্-থাহানূভী, *কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল-ফুনূন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩২; জুবরান মাস'ঊদ, *মু'জামুর রাঈদা*, পৃ. ৫৭১; ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (কায়রো: মাকতাবাতু শুরূকুদ্-দাওলিয়্যাহ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ৫৬৯; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ*, পৃ. ৪৫৯; আবুল ফজল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী (র), *মিসবাহুল লুগাত* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৫৫৪।

[৭] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 550.

[৮] আশ্-শানকীতী, *আহ্কামুল জারাহাতিত্-তিব্বিয়া*, পৃ. ৩০; ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।

[৯] মুহাম্মদ মুরতাযা আয্-যুবায়দী, *তাজুল উরূস*, ১ম খণ্ড (মিসর: আল-মাকতাবাতুল খায়রিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৩০৬ হি.), পৃ. ৩৫১; ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫; আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-ফায়উমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬৮।

[১০] ইব্‌ন সীনা, *আল-কানূন ফিত্-তীব*, পৃ. ১৩।

[১১] আশ্-শানকীতী, *আহকামুল জারাহাতিত্-তিব্বিয়্যাহ*, পৃ. ৩২।

[১২] ইব্‌ন সীনা, *আল-কানূন ফিত্-তীব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৩।

[১৩] *The World Book Encyclopedia,* vol.13 (World Book Inc., 1987), p. 363.

[১৪] *The New Encyclopedia Britannica,* vol.7 (U.S.A: Encyclopedia Brtannica Inc., 2007), p.1005.

[১৫] ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৫-৪৬।

[১৬] Prof Rashid Bhikha and MI Dr Ashraf Dockrat, *Medicine of the Prophet* (South Africa:Ibn Sina Institute of Tibb,1st edition, April 2015) , p.20.

[১৭] *https://fateh24.com*

[১৮] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহ্সান পাবলিকেশন, সপ্তম প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৫৪।

[১৯] হাকিম নায়ার ওয়াসিতী, *তিব্ব আল-আরব* (লাহোর: এড্ওয়ার্ড জি. ব্রাউনীর অ্যারাবিয়ান মেডিসিন এর উর্দু অনুবাদ, ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬৮; উদ্ধৃতি: ড. মুহাম্মদ সাউদ, *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন* (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স), পৃ. ৭১।

[২০] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৫৪।

[২১] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৫৫-৫৭; A.M.A. Shushtery, *outline of Islamic culture* (Bangalore : The Bengal printing and publishing co. Ltd. 1954), p. 138.

[২২] A.M.A. Shustery, *outline of Islamic culture,* p. 138.

[২৩] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৫৮।

[২৪] A.M.A. Shushtery, *outline of Islamic culture,* p. 138.

[২৫] মূল হাদীসটি এই,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

দ্র. *সুনানু আবী দাউদ*, বাবুন ফির-রাজুলি ইয়াতাদাবা, হাদীস নং ৩৮৫৫।

[২৬] ইব্‌ন হিশাম, *সীরাতু ইব্‌ন হিশাম*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি.), পৃ. ৬৮৮।

[২৭] মূল আরবী ভাষ্য-

وروى أبو داود من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: مرضت فأتانا النبيّ صلّى الله عليه وسلم، فقال: إنّك مفئود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف، فإنّه يتطبّب فمره فليأخذ سبع تمرات فليلدك بهنّ.

দ্র. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তাম'ঈযিস্ সাহাবা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৬৮৭।

[২৮] ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা* (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, তা.বি.), পৃ. ১৬২।

[২৯] ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী, *তারীখুত-তাবারী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ২১৫; ড. মুহাম্মদ সাউদ, *ইসলাম ও বিজ্ঞানের বিবর্তন*, পৃ. ৭১; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. (ভূমিকা) vii; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৬০-৬১।

[৩০] যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড (দিমাশক: মাকতাবাতুল আসাদ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

[৩১] ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৬৭-১৭০; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৬১।

[৩২] Siddiqi, Muhammad Zubair, *Studies in Arabic and Persian Medical Literarure* (Calcutta: Calcutta University, 1959), Pp. 6, 8; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৬১।

[৩৩] যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৬১; ইব্‌ন আবী উসায়বিআ বলেন, كَانَ طَبِيبا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مزاولا لأعمال الْيَد وصناعة الْجراح দ্র. *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭০।

[৩৪] যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪; ইব্‌ন আবী উসায়বিআ বলেন, كَانَت عارفة بِالْأَعْمَالِ الطبية خبيرة بالعلاج ومداواة آلام الْعين والجراحات مَشْهُورَة بَين الْعَرَب بذلك দ্র. *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৮১।

[৩৫] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৬১।

[৩৬] যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

[৩৭] ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭১; যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

[৩৮] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ২৮৯; যুহায়র হুমায়দান বলেন, ... قال فنزل الشمردل بين يدى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله صلّى الله بأبي أنت وأمى إنى كنت كاهن قومى في الجاهلية وإنى كنت أتطبب فما يحل لي، فإني تأتيني الشابة قال: فصدق العرق ومجسة الطعنة إن اصطررت، ولا تجعل من دوائك شر ما عليك بالسنا، ولا تداو أحداً حتى تعرف داءه. فقيل ركبتيه، فقال: والذى بعثك بالحق أنت أعلم بالطب منى ... দ্র. *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[৩৯] ইব্‌নুল আছীর, *উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তা.বি.), পৃ. ৪১-৪২; আল-বায়হাকী, *দালাইলুন্-নুবুওয়্যাত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৩৭৭; ইব্‌ন সা'দ বর্ণনাটি এভাবে উল্লেখ করেন, قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ يُقَالُ لَهُ ضِمَادٌ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا. فَسَمِعَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ مَجْنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ فَدَاوَيْتُهُ. فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أُدَاوِي مِنَ الرِّيحِ فَإِنْ شِئْتَ دَاوَيْتُكَ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُكَ. فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ ضِمَادًا فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ هَذَا الْكَلامِ قَطُّ. لَقَدْ سَمِعْتُ كَلامَ الْكَهَنَةِ وَالسَّحَرَةِ وَالشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ. لَقَدْ بَلَغَ قَامُوسَ الْبَحْرِ. يَعْنِي قَعْرَهُ. فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَبَايَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى قَوْمِهِ. فَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَصَابُوا إِدَاوَةً فَقَالَ: رُدُّوهَا فَإِنَّهَا إِدَاوَةُ قَوْمِ ضِمَادٍ. وَيُقَالُ بَلْ أَصَابُوا عِشْرِينَ بَعِيرًا بِمَوْضِعٍ فَاسْتَوْفَوْهَا فَبَلَغَ عَلِيًّا أَنَّهَا لِقَوْمِ ضِمَادٍ فَقَالَ: رُدُّوهَا إِلَيْهِمْ. فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ. দ্র. *তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল খান্‌যী, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২২৭।

[৪০] ইব্‌নুল আছীর, *উসদুল গাবাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; ইব্‌ন সা'দ, *তাবাকাতুল কুররা*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২২-৪২৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১০১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর-রিসালাহ্, ১২শ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৮; ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৫৩; যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

[৪১] জিলহজ আলী, *সেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* (ঢাকা: সুহৃদ প্রকাশন, ৩য় প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১১।

[৪২] *https://fateh24.com*

[৪৩] যুহায়র হুমায়দান, *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

[৪৪] সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৮-২১।

[৪৫] যুহায়র হুমায়দান বলেন, ابن أثال، طبيب، من أخصاء الخليفة الأموى الأول معاوية ابن أبي سفيان، من نصارى الشام، خبير بالأدوية المفردة والسموم. দ্র. *আ'লামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

[৪৬] ইব্‌ন আবী উসায়বিআ উল্লেখ করেন, كَانَ طَبِيبا نَصْرَانِيًا عَالما بأنواع العلاج والأدوية وَله أَعمال مَذْكُورَة وصفات مَشْهُورَة দ্র. *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭৫।

[৪৭] *পূর্বোক্ত*।

[৪৮] ড. আহমদ আমীন, *যুহরুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল লাজনাহ ওয়াত তা'লীফ, তা.বি.), পৃ. ৯৪-৯৫; ড. মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলাম ও খেলাফত* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫; William Muir, *The Caliphate* (London: Oxford University Press, 1891), p. 432; E.G Browne, *A Literary History of Persia,* vol. 1, Pp. 210-242.

[৪৯] কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৩৩; ড. মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলাম ও খেলাফত*, পৃ. ৩৩৫; Sayyed Fayyaz Mahmud, *A Short History of Islam* (Pakistan: Oxford University Press, 1960), Pp. 124-125; Joseph Hell, *The Arab Civilization,* p. 94; *The Story of Islam,* p. 78.

[৫০] মো. হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস* (বগুড়া: আলী আজম হেলাল প্রেস, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৫২১।

[৫১] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৬১-৬২।

[৫২] ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭৯।

[৫৩] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২।

[৫৪] মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৮৯।

[৫৫] ড. মুহাম্মদ সাউদ, *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন*, পৃ. ৭১।

[৫৬] মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৭১

[৫৭] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১-১৭২

[৫৮] ড. মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলাম ও খেলাফত*, পৃ. ৩৩৫; কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পৃ. ২৩৩।

[৫৯] ড. মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলাম ও খেলাফত*, পৃ. ৩৩৫; *The Encyclopedia of Americana,* vol. 1 (Danbury: Grolier Incorporated, 1980), p. 9; Anthony Nutting, *The Arabs* (New York: Amentor Book, 1964), Pp. 136; Tamara Sonn, *A Brief History of Islam*, p. 49; P.K Hitti, *History of The Arabs* (London: Macmillan St Martins Press, 1970), p. 297.

[৬০] **বায়তুল হিক্‌মা (House of Wisdom):** ছিল আব্বাসীয় যুগে বাগদাদের একটি লাইব্রেরী ও অনুবাদ কেন্দ্র। বায়তুল হিকমাহ শব্দটি ছিল ফারসি 'খানি-আয়ে দানিশ' এর একটি প্রতিশব্দ। পারস্যে সাসানীয় আমলে লাইব্রেরিকে 'খানি-আয়ে দানিশ' বলা হতো। ফারসি থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ এবং অনূদিত গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করাই ছিল বায়তুল হিক্‌মাহ (بيتُ الْحِكْمَةْ) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। দ্র. সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ৩৪-৩৫।

[৬১] *পূর্বোক্ত*।

[৬২] Jonathon Lyons, *The House of Wisdom : How The Arabs Transformed Western Civilization* (London: Bloomsbury Press, 1st edi, 2010), p. 13.

[৬৩] Corona Brezina, *Al-Khawarizmi : The Inventor of Algebra* (New York: Rosen Central, 2005), p. 21.

[৬৪] সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ৪১।

[৬৫] মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭৩।

[৬৬] হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: আইডিয়াল বুকস, ৯ম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪১৯; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ৪১-৪২; প্রফেসর ড. আবদুল জলিল, *আল-কুরআন ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সূত্র* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৯।

[৬৭] সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ৪৩; প্রফেসর ড. আবদুল জলিল, *আল-কুরআন ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সূত্র*, পৃ. ১৯।

[৬৮] Rais Ahmed, Syed Naseem Ahmed (Edited), *Quest for New Science* (Aligarh: Culture for Studies on Science, nd), p. 131; প্রফেসর ড. আবদুল জলিল, *আল-কুরআন ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সূত্র*, পৃ. ২০-২১।

[৬৯] সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ৪৩-৪৫; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ভূমিকা।